অর্থসহ কুরআন শিক্ষা কোর্স (দারসুল কুরআন)

প্রশিক্ষক : আব্দুল্লাহ আল নোমান

কামিল (হাদিস), ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়; মাস্টার্স (লোকপ্রশাসন) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সূচি

- কোর্স পরিচিতি - (লক্ষ্য-উদ্দেশ্য,কর্মপদ্ধতি)

প্রথম অধ্যায় : পরিচ্ছেদ ১: আরবি বর্ণমালা ও ধ্বনি পরিচিতি

حروف الهجاء

পরিচ্ছদ ২: হারাকাত, তানবীন, সুকুন এবং শাদ্দাহ এর পরিচয় ও ব্যবহার

ضمة و فتحة و كسرة

দ্বিতীয় অধ্যায় : পরিচ্ছেদ ১.১: আরবি শব্দ/পদ এর পরিচয় ও এর প্রকারভেদ

اسم و فعل و حرف

পরিচ্ছেদ ১.২: নামবাচক আরবি শব্দের পরিচয় ও ব্যবহার

الاسم

পরিচ্ছেদ ১.৩: নামবাচক আরবি শব্দের প্রকারভেদ, পরিচিতি ও ব্যবহার

أقسام الاسم

ضمير

পরিচ্ছেদ ২.১: ক্রিয়াবাচক আরবি শব্দের পরিচয় ও ব্যবহার

الفعل

পরিচ্ছেদ ২.২: ক্রিয়াবাচক আরবি শব্দের প্রকারভেদ ও ব্যবহার

أقسام الفعل

তৃতীয় অধ্যায়: পরিচ্ছেদ ১: অব্যয়ীভাব আরবি শব্দের পরিচয় ও ব্যবহার

الحرف

চতুর্থ অধ্যায়: পরিচ্ছেদ ১: অর্থসহ সূরা ১

تفهيم الآية او سورة

পরিচ্ছেদ ২: অর্থসহ সূরা ২

পরিচ্ছেদ ৩: অর্থসহ সূরা ৩

تفهيم الآية او سورة

- পরিসমাপ্তি

কোর্সটিতে ভালো করার পূর্বশর্ত:

- ✓ আরবি দেখে পড়া ও লিখার সাথে নূন্যতম পরিচিতি
- ✓ অর্থসহ কুরআন শিখার দৃঢ় ইচ্ছা
- ✓ প্রতিটি ভিডিও থেকে প্রয়োজনীয় নোট নেয়া
- ✓ প্রতিটি ভিডিও বারবার দেখা

অর্থসহ কুরআন শিক্ষা (দারসুল কুরআন)

- **কোর্স পরিচিতি -**
  - **লক্ষ্য উদ্দেশ্য**
  - **কর্মপদ্ধতি**

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ٤٠ (Surah Al Qamar)	
And indeed, we have already made the Qur'an easy for remembrance. Is there anyone that will remember?	
عَنْ عُثْمَانَ . رضى الله عنه . عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ - خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ (Bukhari)	Narrated Uthman bin Affan: The Prophet said, "The best among you (Muslims) are those who learn the Qur'an and teach it."

কোর্সটিতে ভালো করার পূর্বশর্ত:

- ✓ আরবি দেখে পড়া ও লিখার সাথে নূন্যতম পরিচিতি
- ✓ অর্থসহ কুরআন শিখার দৃঢ় ইচ্ছা
- ✓ প্রতিটি ভিডিও থেকে প্রয়োজনীয় নোট নেয়া

প্রথম অধ্যায় : পরিচ্ছেদ ১: আরবি বর্ণমালা ও ধ্বনি পরিচিতি

حروف الهجاء[1]

ج জ্বীম (J)	ث ছা (TH)	ت তা (T)	ب বা (B)	ا আলিফ (A)
ر র (R)	ذ যাল (DH)	د দাল(D)	خ খ (KH)	ح হা' (H)
ض দ্ব-দ(D)	ص ছ-দ (S)	ش শিন (SH)	س সিন (S)	ز ঝা (Z)
ف ফা (F)	غ গ্বইন (GH)	ع আ'ইন (?)	ظ য (Z)	ط ত্ব (T)
ن নুন (N)	م মীম (M)	ل লাম (L)	ك কাফ (K)	ق ক্বফ (Q)
	ي ইয়া (Y)	ء হামযাহ (A)	ه হা (H)	و ওয়াও (W)

[1] লাল রং চিহ্নিত হরফ উচ্চারণে ভারী এবং মোটা হবে, সবুজ চিহ্নিত হরফ নরম করে উচ্চারিত হবে এবং নীল রঙা হরফ সতর্কতার সাথে উচ্চারিত হবে।

হরফের বিভিন্ন আকৃতির পরিচয়-

শেষে	মাঝে	শুরুতে	পূর্ণ আকৃতিতে
ـب	ـبـ	بـ	ب

পরিচ্ছদ ২: হারাকাত, তানবীন, সুকুন এবং শাদ্দাহ এর পরিচয় ও ব্যবহার

ضَمَّةٌ و فَتْحَةٌ و كَسْرَةٌ

যবর, যের ও পেশকে যথাক্রমে দম্মাহ, ফাতহা ও কাছরাহ বলে

كَسْرَةٌ	فَتْحَةٌ	ضَمَّةٌ	سُكُوْنٌ	تَشْدِيْدٌ	تَنْوِيْنٌ
ِ	َ	ُ	ْ	ّ	ً
عَلِمَ	ضَرَبَ	كَرُمَ	خَيْرٌ	مَسَّ	اَبَدًا
ই (ি)	আ (া)	উ (ু)	আগের বর্ণের সাথে মিলে উচ্চারণ	দুইবার উচ্চারণ	সাকিনযুক্ত নুন (ن) এর উচ্চারণ হবে

দ্বিতীয় অধ্যায় : পরিচ্ছেদ ১.১: আরবি শব্দ/পদ এর পরিচয় ও এর প্রকারভেদ

اسم و فعل و حرف

আরবি ব্যাকরণের মৌলিক বিষয় হলো কালিমা বা শব্দ বা পদ। যেকোন অর্থবোধক শব্দকেই আরবি ভাষায় কালিমা বা শব্দ বলে। কালিমা তিন প্রকার : ইসম বা নাম (বিশেষ্য, বিশেষণ ও সর্বনাম), ফিল বা ক্রিয়া, হরফ বা অব্যয়।

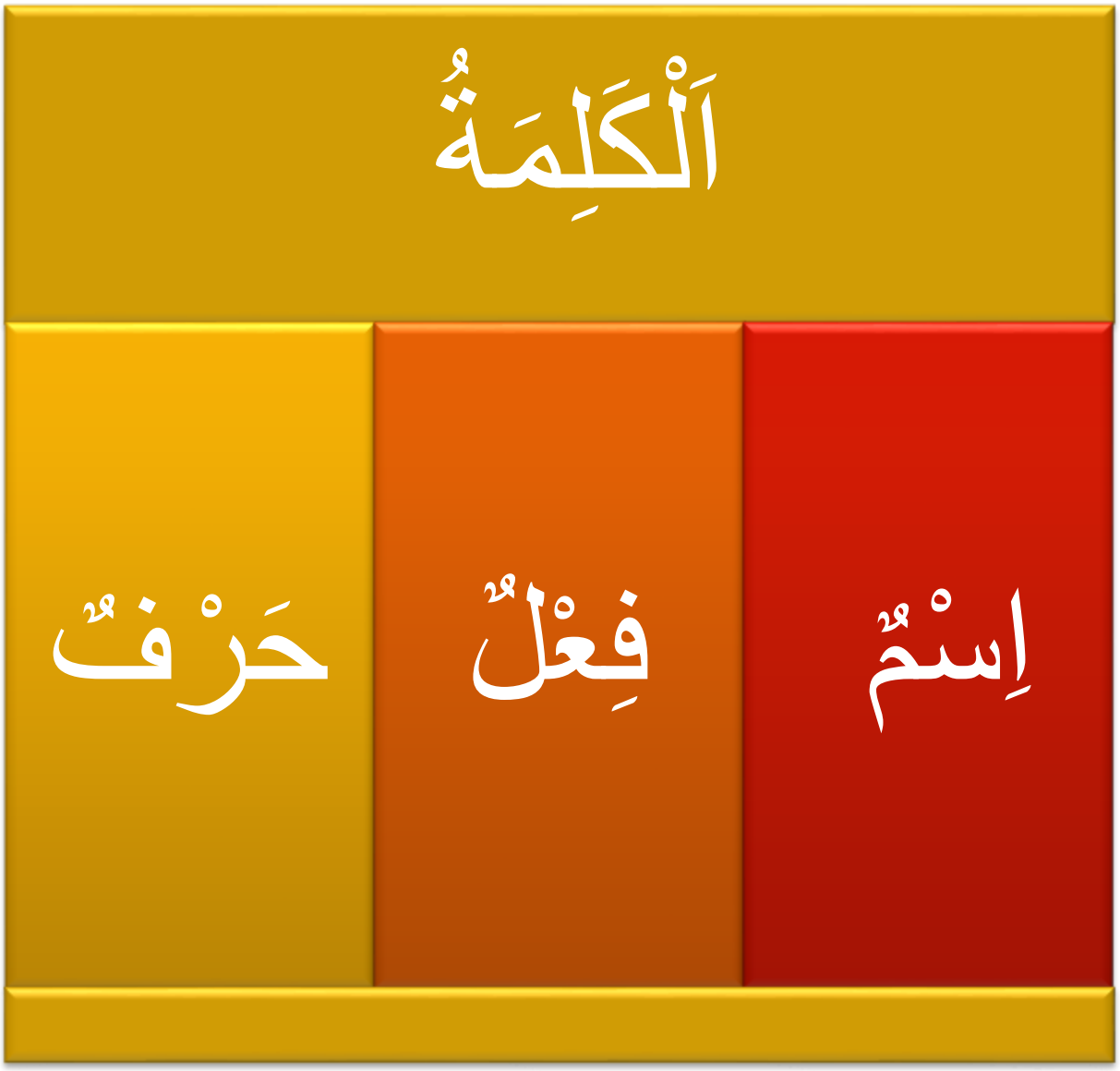

পরিচ্ছেদ ১. ২: নামবাচক আরবি শব্দের পরিচয় ও ব্যবহার
الاسم

ইসম্ বা নামবাচক শব্দ: যে শব্দ দিয়ে কোন ব্যক্তি বস্তু দোষ গুণ অবস্থা সংখ্যা ইত্যাদি বুঝায় তাকে ইসম বা নামবাচক শব্দ বলে।

مَا اِسْمُكَ؟ (মা ইসমুকা) তোমার নাম কী?

ইসম বা নামবাচক শব্দ চিনার প্রধান উপায়/চিহ্ন/আলামত তিনটি -

১. কোন কিছুর নাম হওয়া

২. শব্দের শুরুতে আলিফ লাম যুক্ত থাকা (ال) (কোন কিছুকে নির্দিষ্ট করে বুঝাবার জন্য বাংলা ভাষায় যেমন টি, টা, খানা, খানি ইত্যাদি ব্যবহার করা হয় তেমনি আরবী ভাষায় কোন কিছুকে নির্দিষ্ট করে বুঝাবার জন্য ال শব্দটি মূল শব্দের পূর্বে ব্যবহৃত হয়।)

৩. শব্দের শেষে তানবীন যুক্ত থাকা

এ ছাড়াও আরো অনেক চিহ্ন রয়েছে যা আমরা পরবর্তীতে জানতে পারবো।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

اَلْقَلَمُ - قَلَمٌ

اَلْكِتَابُ - كِتَابٌ

مَسْجِدٌ – اَلْمَسْجِدُ

صَدِيْقٌ- خَالِدٌ

পরিচ্ছেদ ১.৩: নামবাচক আরবি শব্দের প্রকারভেদ, পরিচিতি ও ব্যবহার

أقسام الاسم
ضَمِيْرٌ و اِسْمٌ اِشَارَةٌ

দমীর/ যমীর বা সর্বনাম

পুরুষ		অর্থ	একবচন	বহুবচন	অন্য রূপে সর্বনাম
১ম		আমি, আমরা	أَنَا *আনা*	نَحْنُ *নাহনু*	نِي/ـنَا আমাকে/ আমাদেরকে
২য়	পুরুষবাচক	তুমি, তোমরা	أَنْتَ *আনতা*	أَنْتُمْ *আনতুম*	ـكُمْ/ ـكَ তোমাকে / তোমাদেরকে
	স্ত্রীবাচক	তুমি, তোমরা	أَنْتِ *আনতি*	أَنْتُنَّ *আনতুন্না*	ـكُنَّ/ـكِ তোমাকে / তোমাদেরকে
৩য়	পুরুষবাচক	সে, তারা	هُوَ *হুয়া*	هُمْ *হুম*	هُمْ/ـهُ, ـهِ তাকে/আপনাকে/তাদেরকে
	স্ত্রীবাচক	সে, তারা	هِيَ *হিয়া*	هُنَّ *হুন্না*	هُنَّ/ـهَا তাকে/আপনাকে/তাদেরকে

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ أَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

তারা (স্ত্রীগণ) তোমাদের পোশাক স্বরূপ এবং তোমরা তাদের পোষাক স্বরূপ।

পরিচ্ছেদ ২. ১: ক্রিয়াবাচক আরবি শব্দের পরিচয় ও ব্যবহার فِعْلٌ

ফি'ল বা ক্রিয়াবাচক বলা হয় এমন আরবি শব্দকে যা রূপান্তর হয় এবং অতীত বর্তমান ভবিষ্যত এ তিনটি সময়ের কোন একটি অর্থের মধ্যে পাওয়া যায়। ফি'ল বাক্য গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফি'ল চিনার উপায়/চিহ্ন/আলামত প্রধানত দুটি।

১. রূপান্তর হওয়া (অতিত-বর্তমান/ভবিষ্যত-আদেশ-নিষেধ)

২. শুরুতে এই পাঁচটি শব্দ থেকে কোন একটি পাওয়া যাওয়া لَا لَمْ لَنْ قَدْ سَوْفَ

قَدْ,سَوْفَ	لَا , لَمْ, لَنْ
নিশ্চয়তা অর্থে	না বোধক অর্থে

যেমন : ذَهَبَ رَاشِدٌ **(যাহাবা রাশিদুন) রাশেদ গেলো**

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ **(ক্বলা রসুলুল্লাহি) রাসুল সাঃ বলেছেন**

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَـٰبِ ٱلْفِيلِ

আপনি কি দেখেননি আপনার পালনকর্তা হস্তীবাহিনীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন?

فَلَا صَدَّقَ وَ لَا صَلّٰي **(ফালা ছদ্দাক্বা অলা ছল্লা)**

তারা বিশ্বাসও করেনি (ঈমান আনেনি) এবং সালাত আদায় করেনি

পরিচ্ছেদ ২.২: ক্রিয়াবাচক আরবি শব্দের প্রকারভেদ ও ব্যবহার

أقسام الفعل

আরবিতে ফি'ল বা ক্রিয়া পদের প্রধানত চারটি প্রকার রয়েছে। সেগুলো হলো- অতিত, বর্তমান/ভবিষ্যত, আদেশ এবং নিষেধ।

নিষেধ	আদেশ	বর্তমান/ভবিষ্যৎ	অতিত
لَا تَفْعَلْ	اِفْعَلْ	يَفْعَلُ	فَعَلَ
করো না	করো	সে করে বা করবে	সে করেছে
		تَفْعَلُ	فَعَلْتَ
		তুমি করো বা করবে	তুমি করেছো
		اَفْعَلُ	فَعَلْتُ
		আমি করি বা করবো	আমি করেছি
		نَفْعَلُ	فَعَلْنَا
		আমরা করি বা করবো	আমরা করেছি

كَتَبَ +رِسَالَةٌ শব্দ দুটি দিয়ে বাক্য গঠন: (رِسَالَةٌ শব্দের অর্থ 'চিঠি')

নিষেধ	আদেশ	বর্তমান/ভবিষ্যৎ	অতিত
لَا تَكْتُبْ তুমি চিঠি লিখো না	اُكْتُبْ তুমি চিঠি লিখো	يَكْتُبُ رِسَالَةً	كَتَبَ رِسَالَةً
		সে চিঠি লিখে বা লিখবে	সে চিঠি লিখেছে
		تَكْتُبُ رِسَالَةً	كَتَبَتْ رِسَالَةً
		তুমি চিঠি লিখো বা লিখবে	তুমি চিঠি লিখেছো
		اَكْتُبُ رِسَالَةً	كَتَبْتُ رِسَالَةً
		আমি চিঠি লিখি বা লিখবো	আমি চিঠি লিখেছি
		نَكْتُبُ رِسَالَةً	كَتَبْنَا رِسَالَةً
		আমরা চিঠি লিখি বা লিখবো	আমরা চিঠি লিখেছি

পরিচ্ছেদ ৩.১ অব্যয়ীভাব আরবি শব্দের পরিচয় ও ব্যবহার

الحرف

হরফ বা অব্যয় হলো এমন আরবি শব্দ যা বাক্যে পরিপূরক হিসেবে ব্যবহার হয়। হরফ ছাড়াও আরবি বাক্য হতে পারে। হরফ দুটি শব্দ বা বাক্যকে মিলাতে অথবা অর্থের পরিপূর্ণতা দিতে ব্যবহার হয়।

কিছু সাধারণ অব্যয়: নীচে উল্লেখিত হরফগুলোকে হরফে জার বলে। এগুলো কোন শব্দের আগে বসলে শব্দটির শেষ বর্ণে অবশ্যই যের হবে।।

অর্থ	অব্যয়
"প্রতি" "জন্য"	لِـ *লি-*
"সাথে", "মাধ্যমে"	بِـ *বি-*
"মধ্যে"	فِي *ফি*
"প্রতি" "পর্যন্ত"	إِلَى *ইলা*
"হতে"	مِنْ *মিন*
"উপরে"	عَلَى *‘আলা*
"ব্যাপারে"	عَنْ *‘আন*

مِنْ دَاكَا اِلٰي كُوْمِلَّ

ঢাকা থেকে কুমিল্লা পর্যন্ত

কয়েকটি প্রশ্নবোধক অব্যয়ঃ

كَمْ	كَيْفَ	هَلْ	مَاَ	اَ
কাম	কাইফা	হাল	মা	আ
কত	কেমন/ কিভাবে	কি/কী	কি/কী	কি/কী

كَيْفَ حَالُكَ؟ (কাইফা হালুকা?) কেমন আছো?

كَمْ تَاكًا؟ (কাম তাকা) কত টাকা?

هَلْ مِنْ مَزِيْدٌ؟ (হাল মিম মাঝিদ)

আরো আছে কী? /অতিরিক্ত আছে কী?

পরিচ্ছেদ ১: অর্থসহ সূরা ১

تفهيم الآية او سورة

সূরা ফীল

সূরা আল-ফীল কোরআন মাজিদের ১০৫ নম্বার সূরা। এই সূরার মোট আয়াত সংখ্যা ৫ টি। সূরা আল-ফীল এর বাংলা অর্থ- হাতি। সূরা আল-ফীল মাক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে।

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَـٰبِ ٱلْفِيلِ ١

আপনি কি দেখেননি আপনার পালনকর্তা হস্তীবাহিনীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন?

أَلْفِيلِ	أَصْحَـٰبِ	بِ	كَ	رَبُّ	فَعَلَ	كَيْفَ	تَرَ	لَمْ	أَ
اِسْمٌ	اِسْمٌ	حَرْفٌ	اِسْمٌ	اِسْمٌ	فِعْلٌ	حَرْفٌ	فِعْلٌ	حَرْفٌ	حَرْفٌ
হস্তী	বাহিনী	সাথে	আপনার	পালনকর্তা	ব্যবহার করেছেন	কিরূপ/ কেমন	আপনি দেখেননি		কি

أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ٢

তিনি কি তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেননি?

تَضْلِيلٍ	فِي	هُمْ	كَيْدَ	يَجْعَلْ	لَمْ	أَ
اِسْمٌ	حَرْفٌ	اِسْمٌ	اِسْمٌ	فِعْلٌ	حَرْفٌ	حَرْفٌ
নস্যাৎ	---------	তাদের	চক্রান্ত	তিনি করে দেননি		কি

وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ٣

এবং তিনি তাদের উপর প্রেরণ করেছেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি,

أَبَابِيلَ	طَيْرًا	هِمْ	عَلَيْ	أَرْسَلَ	وَ
اِسْمٌ	اِسْمٌ	اِسْمٌ	حَرْفٌ	فِعْلٌ	حَرْفٌ
ঝাঁকে ঝাঁকে	পাখি	তাদের	উপর	তিনি প্রেরণ করেছেন	এবং

تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ٤

যারা তাদের উপর পাথরের কংকর নিক্ষেপ করছিল।

تَرْمِي	هِم	بِ	حِجَارَةٍ	مِّن	سِجِّيلٍ
فِعْلٌ	اِسْمٌ	حَرْفٌ	اِسْمٌ	حَرْفٌ	اِسْمٌ
যারা নিক্ষেপ করছিল	তাদের উপর	-----	পাথরের	-----	কংকর

فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ٥

অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত তৃণসদৃশ করে দেন।

فَ	جَعَلَ	هُمْ	كَ	عَصْفٍ	مَّأْكُولٍ
حَرْفٌ	فِعْلٌ	اِسْمٌ	اِسْمٌ	اِسْمٌ	اِسْمٌ
অতঃপর	তিনি করে দেন	তাদেরকে	সদৃশ/ মত	তৃণ/ঘাস	ভক্ষিত/ চিবানো

পরিচ্ছেদ ১: অর্থসহ সূরা ১

تفهيم الآية او سورة

সূরা কাউসার

সূরা আল কাওসার পবিত্র কুরআনের ১০৮ তম সূরা। সূরাটির আয়াত সংখ্যা ৩। যা পবিত্র কুরআনের সবচেয়ে ছোট সূরা। সূরা আল কাওসার মক্কায় অবতীর্ণ হয় তাই সূরাটি মাক্কী সূরার শ্রেণীভুক্ত।

শানে নুযূল

মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হোসাইন থেকে বর্ণিত, তৎকালীন আরবে যে ব্যক্তির পুত্রসন্তান মারা যায় তাকে "আব্‌তার্" বা নির্বংশ বলে। হযরত মুহাম্মদ (স) এর পুত্র কাসেম অথবা ইবরাহীম শৈশবে মারা যাওয়ার পর কাফেররা নবীজিকে নির্বংশ বলে ঠাট্টা বিদ্রুপ করতে লাগলো। ওদের মধ্যে 'আস ইবনে ওয়ায়েল'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তার সামনে রাসুলুল্লাহ্ (সা.) এর কোনও আলোচনা হলে সে বলত, আরে তার কথা বাদ দাও, সে তো কোনও চিন্তারই বিষয় নয়। কারণ, সে নির্বংশ। তার মৃত্যু হয়ে গেলে তার নাম উচ্চারণ করারও কেউ থাকবে না। এর পরিপ্রেক্ষিতে সূরা কাউসার অবতীর্ণ হয় ইবনে। (ইবনে কাসির, মাযহারি)।

إِنَّآ أَعْطَيْنَٰكَ ٱلْكَوْثَرَ ١

নিশ্চয় আমি আপনাকে কাওসার দান করেছি।

إِنَّآ	أَعْطَيْنَٰ	كَ	ٱلْكَوْثَرَ
حَرْفٌ	فِعْلٌ	اِسْمٌ	اِسْمٌ
নিশ্চয় আমি	দান করেছি	আপনাকে	কাওসার

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ٢

অতএব আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করুন এবং কোরবানী করুন।

ٱنْحَرْ	وَ	كَ	رَبِّ	لِ	صَلِّ	فَ
فِعْلٌ	حَرْفٌ	اِسْمٌ	اِسْمٌ	حَرْفٌ	فِعْلٌ	حَرْفٌ
কোরবানী করুন।	এবং	আপনার	পালনকর্তা	উদ্দেশ্যে	সালাত আদায় করুন	অতএব

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ٣

নিশ্চয় যে আপনার শত্রু, সেই তো লেজকাটা, নির্বংশ।

ٱلْأَبْتَرُ	هُوَ	كَ	شَانِئَ	إِنَّ
اِسْمٌ	اِسْمٌ	اِسْمٌ	اِسْمٌ	حَرْفٌ
নির্বংশ।	সে	আপনার	শত্রু	নিশ্চয়

পরিচ্ছেদ ২: অর্থসহ সূরা ২
تفهيم الآية او سورة
সূরা ইখলাস

সূরা ইখলাস পবিত্র কোরআন শরীফের ১১২ নম্বর সূরা। এর আয়াত সংখ্যা ৪টি ।সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে।

শানে নুযূল

মুশরিকরা হযরত মুহাম্মদ (স:) - কে আল্লাহ্ তা'আলার বংশ পরিচয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল , যার জওয়াবে এই সূরা নাযিল হয়। অন্য এক বিবরণে আছে যে , মদীনার ইহুদিরা এ প্রশ্ন করেছিল। আবার কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে যে , তারা আরও প্রশ্ন করেছিল- "আল্লাহ্ তা'আলা কিসের তৈরি ? স্বর্ণ-রৌপ্য নাকি অন্য কিছুর?" এর জওয়াবে সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছে।

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ١

বলুন (হে নবি),আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়;

أَحَدٌ	ٱللَّهُ	هُوَ	قُلْ
اِسْمٌ	اِسْمٌ	اِسْمٌ	فِعْلٌ
এক	আল্লাহ	তিনি	বলুন

٢ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ

আল্লাহ অমুখাপেক্ষী;

ٱلصَّمَدُ	ٱللَّهُ
اِسْمٌ	اِسْمٌ
অমুখাপেক্ষী	**আল্লাহ**

٣ لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ

তিনি কাউকে জন্ম দেননি,কেউ তাঁকে জন্ম দেননি;

يُولَدْ	لَمْ	وَ	يَلِدْ	لَمْ
فِعْلٌ	حَرْفٌ	حَرْفٌ	فِعْلٌ	حَرْفٌ
তিনি জন্ম নিয়েছেন	না	এবং	তিনি জন্ম দিয়েছেন	না

وَ لَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ٤

আর কেউই তার সমতুল্য নয়।

أَحَدٌ	كُفُوًا	هُ	لَّ	يَكُن	لَمْ	وَ
اِسْمٌ	اِسْمٌ	اِسْمٌ	حَرْفٌ	فِعْلٌ	حَرْفٌ	حَرْفٌ
কেউ	সমতুল্য	তার	জন্য	নয়		এবং